সংবাদ

তারিখ 16 APR 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

রাজশাহীর বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১০ মার্চ রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবিরের ইথিকার-সংঘর্ষের জের ধরিয়া শহরের বন্ধঘোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা যে দীর্ঘদিন ধরিয়া ব্যাহত হইতেছে উহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বন্ধঘোষিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতেছে— রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। পরে দুইটি কলেজ খুলিলেও ছয়টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৮ হাজার। সর্বশেষ খবর হইল, সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পাসগুলি খুলিয়া দিবার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের সহিত আলাপ-আলোচনা চলিতেছে আইন-শৃংখলা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। তবে আপাতত বন্ধঘোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কবে নাগাদ খুলিয়া দেওয়া হইবে, উহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন নাই কেহই। সংশ্লিষ্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে টানটান উত্তেজনা প্রশমনের আদৌ লক্ষণ নাই। এই বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নাই যে, সন্ত্রাস আর শিক্ষা একই সঙ্গে চলিতে পারে না। অথচ ছাত্র নামধারী কিছুসংখ্যক সন্ত্রাসী এক রকম জিম্মি করিয়া রাখিয়াছে আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলি। অবশ্য এই সমস্যা যে কেবল রাজশাহীতেই বিরাজ করিতেছে তাহা নহে; রাজধানীসহ দেশের অন্যত্রও প্রায় একই অবস্থা বিদ্যমান। কিছুদিন পূর্বে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের জের ধরিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ। একই রকম সংঘর্ষের জের ধরিয়া বন্ধ রহিয়াছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি চলিতে দেওয়া উচিত কিনা— এই বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে দীর্ঘদিন ধরিয়া। আদতে এই বিতর্কের সুরাহা হয় নাই। ছাত্ররাজনীতি জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্ববৃত্তি করিবে কিনা, সেই প্রশ্নও উঠিয়াছে সর্বোপরি ছাত্র নামধারী নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে বসিয়া টেন্ডারবাজি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ চাঁদাবাজি করিবে কিনা, উহাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তবে দেখা যাইতেছে, প্রধানত এইগুলিকে ইস্যু করিয়াই ক্যাম্পাসগুলিতে নৈরাজ্য, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, হল দখলসহ লাঠালাঠি, মারামারি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলিতেছে। কিন্তু বাস্তবতা হইল, কেবল কোন একটি পক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করিবে, ইহা তো হইতে পারে না। সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ ছাত্রলীগ-ছাত্রদল-ছাত্রশিবির বোঝে না। তাহারা শিক্ষার্থীদের নিরবচ্ছিন্ন ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষাজীবন নিশ্চিত করিতে চাহেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি কঠোর ও নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে এবং আইন-শৃংখলা বাহিনী যদি সদা তৎপর থাকে, তাহা হইলে শিক্ষাঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা অসম্ভব নহে। ছাত্র সংঘর্ষ বা অন্য কোন কারণে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা যাইবে না। ইহাতে সন্ত্রাসীদের পোয়া বারো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার পরও সন্ত্রাস করিতে তাহাদের বাধে না। বরং সাধারণ শিক্ষার্থীদেও পড়াশোনা অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। এই পরিস্থিতি কখনও কাম্য হতে পারে না। কোন অবস্থাতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা যাইবে না। গুটিকয়েক ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীর কারণে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অধিকার কাহারও নাই। অতএব রাজশাহীর ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বন্ধঘোষিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে খুলিয়া দেওয়া হউক।